১৫৫

ভোরের কাগজ

তারিখ 16 NOV 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ভোরের কাগজ-এর আয়োজনে গতকাল 'শিক্ষাব্যবস্থা কোন পথে' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী, উপাচার্য, অধ্যক্ষ, রাজনীতিবিদ, বিশ্বব্যাংক ও এনজিও কর্মকর্তা প্রভৃতি নীতিনির্ধারক পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ অংশ নেন-ভোরের কাগজ

ভোরের কাগজ আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক

শিক্ষার মানোন্নয়নে অব্যবস্থা দুর্নীতি অনিয়ম দূর করার জোর তাগিদ

কাগজ প্রতিবেদক : 'শিক্ষা ব্যবস্থা কোন পথে' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেছেন, দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থার ফলে দেশের সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার যে ধস নেমেছে তা রোধ করার জরুরি উদ্যোগ না নেওয়া হলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কখনো সম্ভব হবে না। আর এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের বিদ্যমান মানসিকতার পরিবর্তন এবং কমিটমেন্ট। দৈনিক 'ভোরের কাগজ' এ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। বিশ্বব্যাংক এই বৈঠক আয়োজনে সহায়তা করে।

গতকাল শনিবার হোটেল শেরাটনে আয়োজিত দিনব্যাপী এ গোলটেবিল বৈঠকে মন্ত্রী, শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ উপস্থিত বক্তাদের আলোচনা, খোলামেলা মত ও বিতর্কে বৈঠকটি হয়ে ওঠে উপভোগ্য ও প্রাণবন্ত।

বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, খান সারওয়ার মুরশিদ, শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামসুল হক, শিক্ষা সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের সচিব ড. সাদাত হোসেন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ইকবাল মাহমুদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, বিএনপি দলীয় সাংসদ ড. মঈন খান, সরকারদলীয় সাংসদ নূরুল ইসলাম নাহিদ, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হেদায়েত আহমদ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. ফরাসউদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী, বিশ্বব্যাংকের মিলিয়া আলী ও ড. সুব্রত শংকর ধর, গণসাহায্য সংস্থার শাসসে আরা হোসেন, ব্রাকের কানিজ ফাতেমা, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশীদ আলম, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাওলানা ইউনুস শিকদার, অগ্রণী কলেজের অধ্যক্ষ কাজী আনোয়ারা মনসুর এবং প্রাবন্ধিক ড. মোহাম্মদ হান্নান। বৈঠকটি পরিচালনা করেন ভোরের কাগজ-এর সম্পাদক মতিউর রহমান।

বৈঠকের শুরুতে মতিউর রহমানের স্বাগত বক্তব্যের সূত্র ধরে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, দেশের সামগ্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে ব্যর্থতা শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত। আর এ ব্যর্থতা প্রধানত রাজনৈতিক নেতৃত্বের। তবু রাজনীতি অবশ্যই থাকবে। রাজনীতির মাধ্যমেই প্রশাসন চলবে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের লক্ষ্যের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকলেও শিক্ষাটা সকলের জন্য — একথাটা মনে রাখতে হবে। কারণ কোনো কিছু করতে গেলেই রাজনীতি এসে যায়। তিনি বলেন, ভোরের কাগজ সম্পাদক তাঁর বক্তব্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান যে সমস্যাগুলো তুলে ধরেছেন, তা ভুল হলে খুশি হতাম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় তার সবই সত্যি। দুর্নীতি, অনিয়ম সবক্ষেত্রে জড়িত হয়ে আছে। শিক্ষা বোর্ডগুলোর ব্যবস্থাপনায় আছেন শিক্ষকরা। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের অসুবিধা করছেন শিক্ষকরাই।

মন্ত্রী বলেন, শিক্ষাখাতে আমরা এখন সব মিলিয়ে বছরে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করি। গরিব দেশ হিসেবে এ টাকা কম নয়। কিন্তু নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে এ ব্যয়ের আশানুরূপ ফল পাচ্ছি না। তিনি বলেন, আগে শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো লক্ষ্যও নির্ধারিত ছিল না। আমরা ক্ষমতায় আসার পর এজন্য কুদরত-ই-খুদা কমিশনের আলোকে নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করেছি। এর রিপোর্ট ইতিমধ্যে সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। আগামী ১৮/১৯ তারিখ তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে।

মন্ত্রী বলেন, আমরা চাই এ শিক্ষানীতি ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবো। এ জন্য তা সংসদে উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন সংসদে বিরোধী দল নেই। তাই বিরোধী দল সংসদের আসার পর তাদের মতামতের ভিত্তিতে এ নীতি বাস্তবায়নের আশা করছি।

স্বাগত বক্তব্যে ভোরের কাগজ সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, আজকের গোলটেবিল বৈঠক করার আগে আমরা গত চার মাস যাবৎ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর বহু রিপোর্ট, নিবন্ধ, সম্পাদকীয়, সাক্ষাৎকার ছেপেছি। এতে দেখা যায়, আমাদের প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক ধরনের বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি স্তরভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন, প্রাথমিক, উপ-আনুষ্ঠানিক, মাধ্যমিক ও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষার প্রধান সমস্যাগুলো তুলে ধরে বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সরকারের আন্তরিকতা এবং মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন বিভাগ, অধিদপ্তর ও দপ্তরের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়।

● এর পর- পৃষ্ঠা ২

আ: পৃ: দ্র: